রামাদ্বান আল্-মুবারাক

পুর্ব প্রস্তুতিঃ বর্নিত আছে: রাসূল সাঃ রাজাব মাসের শুরু থেকে রামাদ্বানের মানষিক প্রস্তুতি শুরু করতেন। রাজাবের চাঁদ দেখে তিনি বলতেন: **আল্লাহুম্মা বারিক্ লানা ফী রাজাবা ওয়া শা'বান ওয়া বাল্লিগ'না রামাদ্বান** (হে আল্লাহ! আমাদের জন্য রাজাব ও শা'বানে বরকত দাও আর রামাদ্বান পর্যন্ত আমাদের পৌছে দাও।) আহমাদ: ১/২৫৯, বাইহাকী: ৩/৩৭৫। হাদীছটি দ্বাইফ)

প্রস্তুতিঃ শা'বান শুরু হলে রাসূল সাঃ নানা ভাবে রামাদ্বানের প্রস্তুতি শুরু করতেন। এর একটি হল: শা'বানের হিসাব রাখা। আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত।
রাসূল সাঃ বলেছেন: রামাদ্বানের জন্য শা'বানের হিসাব রাখ। (তিরমিযী: ৬৩৯। হাদিছটি গারীব)

শা'বানে বেশী বেশী রোজা রেখে রাসূল সাঃ রামাদ্বানের বাস্তব অনুশিলনী করতেন। আ'ইশাহ রাঃ বলেন: রাসূল সাঃ (নফল) রোজা রাখা শুরু করলে আমরা ভাবতাম: হয়ত আর ছাড়বেন না। আর না রাখা শুরু করলে ভাবতাম: হয়ত আর রাখবেন না। রামাদ্বান ছাড়া কোন পূর্নমাস রাসূল সাঃকে রোজা রাখতে দেখিনি। সব চেয়ে বেশী (নফল) রোজা রাখতেন শা'বান মাসে। (বুখারী ১৯৬৯, মুসলিম ১৭৫, ১১৫৬)

অর্দ্ধ শা'বানের পর শারীরিক প্রস্তুতির পালা। তখন থেকে রোজা রাখা নিষেধ। বর্নিত হয়েছেঃ
অর্দ্ধ শা'বান চলে যাবার পর রামাদ্বানের আগমন পর্যন্ত আর রোজা রেখো না। (আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবন্ মাজা, সাহীহ আল-জামি' লি আলবানী: ৩৯৭,)

রামাদ্বান আসার আগে রোজা রাখাঃ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: (আগে রোজা রেখে) রোজার মাসকে ১/২দিন বাড়িয়ে দিও না। তবে কারো অভ্যাস থাকলে রাখতে পারবে। চাঁদ দেখে রোজা রাখ। চাঁদ দেখে রোজা ছাড়। (২৯শা'বান)আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে ত্রিশ পূর্ন কর। (তিরমিযী:৬৩৬, বুখারী, মুসলিম)

রামাদ্বানের ফজিলতঃ ক. রামাদ্বান মাস, যাতে মানব জাতির হেদায়াত, সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্নয়কারী আল্-কুর্আন নাযিল হয়েছে। যে ব্যক্তি মাসটি পায় সে রোজা রাখবে। কেহ বিমার বা সফরে থাকলে অন্যদিন পূর্ন করবে। আল্লাহ সহজ করতে চান, কঠিন নয়। যাতে গণনা পূর্ন কর, আল্লাহর বড়ত্ব বর্ননা কর। তিনি তোমাদের হেদায়াত করেছেন। তাঁর শুকর আদায় কর। (বাকারাহ: ১৮৫)

খ. আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: রামাদ্বানের প্রথম রাতে শয়তান ও দুষ্ট জিন্নদের বেঁধে ফেলা হয়। জাহান্নামের সকল দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়, একটিও খোলা থাকে না। জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়, একটিও বন্ধ থাকে না। ঘোষনা করা হয়: কল্যানের সন্ধানীরা এগিয়ে আসো! পাপ অন্বেষনকারীরা থেমে যাও! আল্লাহর তরফ থেকে অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হয়। এমন হয় প্রতিটি রাতে। (তিরমিযী: ৬৩৪, মুসলিম, নাসায়ী, ইবন্ মাজা)

গ. সালমান থেকে বর্নিত: রামাদ্বানের প্রথম দশক রহমত, দ্বিতীয় দশক মাগফিরাত ও শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির। (বাইহাক্বী: শিয়াবি-ল্-ঈমান: ৩৬০৮)
হাদীছটির সনদে আলি বিন যাইদ বিন জাদ্আ'ন সম্পর্কে ইমাম আহমদ ও আবু-যুর্আ'হ বলেছেন: সঠিক নয়। ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ী'ন বলেছেন: তার হাদীছ দলীল হয় না।
(আল্বানী বলেছেন: হাদিছটি মুনকার। সিলসিলাহ দ্বায়ী'ফাহ: ৮৭১, ১৫৬৯)

রোজার ফজিলতঃ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছোয়াবের আশায় রামাদ্বানের রোজা রাখল ও কিয়াম (নামায আদায়) করল তার অতীত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সহিত ছোয়াবের আশায় কিয়াম (ইবাদাত) করল তার অতীত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (তিরমিযী: ৬৩৫, বুখারী, মুসলিম)
রোজার ফজিলত হাসিল করার জন্য দুইটি শর্ত দেয়া হয়েছে। ক. ঈমান খ. ছোয়াবের আশা।
ঈমান তথা আকাইদ ঠিক না করে রোজা রাখলে রোজার উপকারিতা হাসিল হবে না। তদ্রুপ ছোয়াবের আশা তথা নিয়্যত ঠিক না করলে রোজার ছোয়াব অর্জন করা যাবে না। আর শুধু রোজা কেন সঠিক ঈমান ও সঠিন নিয়্যত ছাড়া কোন ইবাদাতের ছোয়াবই হাসিল হবে না। তাই ঈমান ও আকাইদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অতি জরুরী।

চাঁদ দেখাঃ ইব্ন আব্বাস রাঃ বলেন: এক বেদুইন এসে বলল: আমি (রামাদ্বানের) চাঁদ দেখেছি। রাসূল সাঃ বললেন: তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ: আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ? সে বলল: জি..। বললেন: বিলাল! ঘোষনা করে দাও। কাল থেকে রোজা হবে। (তিরমিযী: ৬৪৩)
তিরমিযী বলেন: অধিকাংশ উলামার মতে এক ব্যক্তির সাক্ষ্যে রোজা রাখা যায়। আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক, শাফিয়ী' আহমদ ও কুফাবাসী(আবু-হানীফাহ)র ইহাই মত। ইসহাক বলেছেন: দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য ছাড়া রোজা রাখা যাবে না। আর রোজা ভঙ্গের কালে (ঈদের চাঁদের বেলায়) দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য অপরিহার্য। এতে দ্বিমত নাই।

পর্যালোচনাঃ চাঁদ দেখে রোজা রাখতে হবে। চাঁদ দেখে ছাড়তে হবে। এক দুইজনের দেখা সবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু কথা হল: দুনিয়াটা অনেক বড়। এক দেখা কতটুকু অঞ্চলে কার্যকর হবে। বিষয়টি আসলেই জটিল। এনিয়ে প্রধানত: তিনটি মত পাওয়া যায়। যথাঃ
১. কোন এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা বিশ্ববাসীর জন্য কার্যকর হবে। মানে বিশ্ববাসী এক সাথে রোজা রাখবে। এক সাথে ঈদ করবে। ইহাই ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ মত। দলিল হিসাবে পেশ করা হয়..
ক. বাকারাহর ১৮৫তম আয়াত। বলা হয়েছে: ..**যে ব্যক্তি মাসটি পায় সে রোজা রাখবে।** এখানে সবাইকে রোজা রাখার হুকুম করা হয়েছে। সারা দুনিয়াবাসীর জন্য এহুকুম কার্যকর হবে।
খ. বুখারী মুসলিমের সহীহ হাদীছ। রাসূল সাঃ বলেছেন: তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখবে। চাঁদ দেখে ছাড়বে। এখানে সকল মুসলমানকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলা হয়েছে। তাই সারা দুনিয়াবাসীর জন্য এহুকুম কার্যকর হবে।

২. প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ নিজেরা চাঁদ দেখবে। অন্যদের দেখা তাদের জন্য গ্রহন যোগ্য হবে না। ইহা হানাফীদের মত। দলিল হিসাবে আগের দুটি দলিলই পেশ করা হয়।
ক. **যে ব্যক্তি মাসটি পায় সে রোজা রাখবে।** এখানে রামাদ্বান আসার পর রোজা রাখতে বলা হয়েছে। আর রামাদ্বান সারা বিশ্বে এক সাথে আসে না। আসা সম্ভব নয়।
খ. তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখবে। চাঁদ দেখে রোজা ছাড়বে। এখানে চাঁদ দেখে রোজা রাখার কথা বলা হয়েছে। আর চাঁদ সারা বিশ্বে একসাথে দেখা যায় না। দেখা সম্ভব না।
তাই সবাই নিজ নিজ অঞ্চলে চাঁদ দেখবে। এবং সিদ্ধান্ত নেবে।

বিঃ দ্রঃ= অনেকেই মনে করেন: যুক্তি ও দলিলের ভিত্তিতে এমতটি সহজ সুন্দর ও নির্ভরযোগ্য মনে হলেও এতে কিছু অস্পষ্টতা বিদ্যমান। যেমনঃ
এক দেখা কতটুকু অঞ্চলে কার্যকর হবে? যেমন যুক্ত রাষ্ট্র, রাশিয়া, চায়না, সৌদি আরাবিয়্যাহ, হিন্দিস্তান ইত্যাদি বিরাট বিরাট দেশ। এসব দেশে এক দেখা বিরাট অঞ্চলে কার্যকর হয়। পক্ষান্তরে কুয়েত, বাংলাদেশ সহ কত ছোট ছোট দেশ। তাদের দেখা সামান্য অঞ্চলে কার্যকর হয়। এর সঠিক সমাধান কি? এক দেখা কয়েক লক্ষ

বর্গমাইলে কাযরকর হলেও অন্য দেখা কেন মাত্র কয়েক হাজার বর্গমাইলে কার্যকর হবে?
এসব প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন, লিখেছেন। কিন্তু আসল ব্যাপার হল: এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর বের করা আসলেই কঠিন।

৩. ইমামের অনুকরন। মুসলিম বিশ্বের খালীফাহ বা প্রশাসক যে ঘোষনা করবে সবাইকে তা মেনে নিতে হবে। দলিল রাসূল সাঃর হাদীছ:
আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: লোকজন (মানে জাতি) যেদিন রোজা রাখে সেদিনই রোজা। আর লোকজকন (জাতি) যেদিন ঈদ করে সেদিনই ঈদ। (তিরমিযী: হাদীছটি গারীব ও সাহীহ)
(সূত্রঃ মুখ্তাসার ফাতাওয়া: শাইখ বিন উছাইমিন। মাজমূয়া'হ আল্-ফাতাওয়া: ইবন্ তাইমিয়্যাহ। আল্-কাওল আল-ফাসল ফী রুয়াতি হিলাল)

বিজ্ঞানের তথ্য না চুখের দেখাঃ শাইখ বিন উছাইমিন এ বিষয়টিও পরিস্কার করে দিয়েছেন। আর তা হল: রোজা ও ঈদ হবে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে। জ্যোতিষী বা বিজ্ঞানিদের তথ্যের বা হিসাবের ভিত্তিতে নয়। কুর্আন হাদীছের বর্ননা মতে এ কথাই পরিস্কার।

রাত্রে জাগরন (তারাবিহ্)ঃ যুবাইর বিন নুফাইর আবু-যার রাঃ থেকে বর্ননা করেন। আবূ-যার্ রাঃ বলেছেন: আমরা রাসূল সাঃর সঙ্গে রোজা রেখেছি। তিনি আমাদের নিয়ে (ফরজ ব্যতীত) কোন নামায পড়েননি। সাতদিন বাকি থাকতে (২৩রামাদ্বানের রাতে) তিনি আমাদের নিয়ে (জামাতে) রাতের একতৃতিয়াংশ পর্যন্ত নামায পড়লেন। ছয়দিন বাকি থাকতে (২৪তারিখে) আর পড়ালেন না। পাঁচদিন বাকি থাকতে (২৫শের রাতে) অর্দ্ধরাত পর্যন্ত নামায পড়ালেন। আমরা বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! বাকি অংশটুকুও যদি নামায পড়াতেন..? বললেন: যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকল তাকে পুরা রাতের ছোয়াব দেয়া হয়। এরপর আর নামায পড়াননি। তিনদিন বাকি থাকতে (২৭শের রাতে) আবার নামায পড়ালেন। পরিবারের লোকজন ও স্ত্রীদের ডেকে তলুলেন। (নামায আর শেষ হচ্ছিল না) আমরা ভাবলাম: হয়ত আজ ফালাহ চলে যাবে। যুবাইর বলেন: আমি আবু-যারকে জিজ্ঞেস করলাম: ফালাহ কি? বললেন: সাহরী খাওয়া। (তিরমিযী: ৭৫৩, আবু-দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজা। হাদীছটি হাসান ও সাহীহ)
তিরমিযী বলেছেন: রামাদ্বানে কিয়ামুল্-লাইল (তারাবিহ) নিয়ে মতভেদ আছে। কোন কোন আলিম বলেছেন: বিত্র্ সহ সর্বমোট এক চল্লিশ রাকায়া'ত। ইহা মদীনাহ বাসীদের অভিমত। এখানকার লোকজন এমন ভাবেই আমল করে। কিন্তু আলী, উ'মার রাঃ প্রমুখ সাহাবাদের থেকে বর্নিত হয়েছে বিশ রাকায়া'ত। সুফিয়ান ছাওরী, শাফিয়ী' ইবন্ মুবারাক (আবু-হানীফাহ) সহ অধিকাংশ আলিমগণের ইহাই অভিমত। শাফিয়ী' বলেছেন: মুসলমানদের পবিত্র শহর মক্কাহ বাসীদেরও বিশ রাকায়া'ত পড়তে দেখেছি। ইমাম আমহদ বলেছেন: এবিষয়ে নানা ধরনের রিওয়ায়াত বিদ্যমান। তিনি রাকায়া'ত বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেননি। ইসহাক বলেছেন: উবাই বিন কা'ব রাঃর বর্ননা অনুসারে আমরা এক চল্লিশ রাকায়া'তই পছন্দ করি।
ইবন্ মুবারাক, আহমদ, ইসহাক (আবুহানীফাহ) রামাদ্বান মাসে ইমামের সাথে (জামায়াতে) তারাবিহ পড়া পছন্দ করেছেন। শফিয়ী' বলেছেন: হাফিজ ব্যক্তির জন্য একা একা তারাবিহ পড়াই উত্তম।

সাহ্রীঃ আনাস বিন মালিক রাঃ বলেন: যাইদ বিন ছাবিত রাঃ বলেছেন: আমরা রাসূল সাঃর সাথে সাহরী খেয়ে (ফজরের) নামাযে চলে যেতাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম: (ফজরের) কত সময় (আগে সাহরী শেষ করতেন) ? বললেন: পঞ্চাশ আয়াত (তিলাওয়াতের সময়)। (তিরমিযী: ৬৫৪, বুখারী)

আনাস রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: সাহরী খাও। সাহরীতে বরকত আছে। (তিরমিযী: ৬৫৮, হাদীছটি

হাসান ও সাহীহ)

আ'মার বিন আ'স্ব রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: আমাদের ও আহলে কিতাবের (ইয়াহুদের) রোজার পার্থক্য হল সাহরী। (তিরমিযী: ৬৫৯, মুসলিম)

ইফতারঃ সালমান বিন আ'মির আল্-দ্বাব্বী রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: খেজুর দিয়ে ইফতার কর। কেননা ইহা বরকতময়। খেজুর না পেলে পানি দিয়ে ইফতার কর। কারন পানি পবিত্র বস্তু। (তিরমিযী: ৬৪৭। হাদীছটি হাসান ও সাহীহ)

আনাস বিন মালিক রাঃ বলেছেন: রাসূল সাঃ নামাযের আগে তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাজা না পেলে শুকনা খেজুর দিয়ে। আর শুকনা খেজুর না পেলে কয়েক ঢুক পানি পান করতেন। (তিরমিযী: ৬৪৮, হাদীছটি হাসান ও গারীব)

সাহল বিন সা'দ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: মানুষ ততদিন কল্যানে থাকবে যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। (তিরমিযী: ৬৫১, বুখারী, মুসলিম)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: আল্লাহ (আয্যা ওয়া জাল্ল) বলেছেন: যে বান্দা যত তাড়াতাড়ি ইফতার করে সে আমার তত স্নেহভাজন। (তিরমিযী: ৬৫২। হাদীছটি হাসান ও গারীব)

ইফতার করানোঃ যাইদ বিন খালিদ আল্-জুহানী রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করালো সে রোজাদারের সমান ছোয়াব পাবে। তবে রোজাদারের ছোয়াব একটুও কমানো হবে না। (তিরমিযী: ৭৫৪। হাদীছটি হাসান ও সাহীহ)

রোজাঃ ফার্সি রোজার আরবী শব্দ সাওম। অর্থ সংযম বা বিরত থাকা। ফজরের সূচনা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজার নিয়্যাতে পানাহার ও যৌন ক্রিয়া থেকে বিরত থাকার নাম সাওম (রোজা)।

কার উপর ফরজ হয়ঃ ১. বালিগ ব্যক্তি। সুতরাং না বালিগের উপর রামাদ্বানের রোজা ফরজ হয় না।
বিঃ দ্রঃ= মেয়েদের বালিগ হওয়ার আলামত ঋতিস্রাব বা গর্ভবতি হওয়া। আর ছেলেদের স্বপ্নদোষ বা বীর্জপাত।
২. মুসলিম। সুতরাং কাফিরের উপর রোজা ফরজ হয় না।
৩. কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন বিবেকবান ব্যক্তি। সুতরাং বিবেকহীন ব্যক্তির উপর রামাদ্বানের রোজা ফরজ হয় না।
৪. ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রে রসবাস করা বা কাফির রাষ্ট্রে বসবাস করলে রামমাদ্বান ও রোজা সম্পর্কে অবগত হওয়া। (আল্-ফিক্বহ আল-মুয়াসসার: হানাফী ফিক্বহ)

কার উপর রোজা রাখা ফরজঃ ১. মুকীম। সুতরাং মুসাফিরের উপর রোজা রাখা ফরজ নয়।
২. সুস্থ ব্যক্তি। সুতরাং অসুস্থা ব্যক্তির উপর রোজা রাখা ফরজ নয়।
৩. হাইয, নেফাস থেকে পাথ মহিলা। সুতরাং হাইয নেফাস ওয়ালা মহিলার উপর রোজা রাখা ফরজ নয়।
(আল্-ফিক্বহ আল-মুয়াসসার: হানাফী ফিক্বহ)

নিয়্যাতের সময়ঃ হাফসাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: যে ব্যক্তি ফজরের আগে রোজার নিয়্যত করল না তার রোজা হবে না। (তিরমিযী: ৬৭৮)

তিরমিযী বলেছেন: হাফসাহর এ হাদীছটি একটি মাত্র সূত্রে আমাদের কাছে বর্নিত হয়েছে। ইবন উ'মারের উক্তি হিসাবে হাদীছটি সহীহ। একদল আলিমের মতে: রামাদ্বানের রোজা সহ যাবতীয় ফরজ ও ওয়াজিব রোজার নিয়্যত ফজরের আগেই করতে হবে। নতুবা রোজা হয় না। তবে নফল রোজার নিয়্যাত পরেও করা যায়। শাফিয়ী', আহমদ ও ইসহাকের ইহাই মত। (আর আবু-হানীফাহ রাঃর মতে সকল রোজার নিয়্যাত যাওয়াল (জোহর শুরুর সময়)র আগ পর্যন্ত করা যায়।)

রোজা ভঙ্গের কারনঃ পান, আহার, ও যৌন ক্রিয়া দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়।
আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: অনিচ্ছাকৃত বমির জন্য রোজার কাযা করতে হবে না। যে ইচ্ছাকৃত বমির করল সে যেন কাযা করে। (তিরমিযী: ৬৬৯,বুখারী, মুসলিম)
ইচ্ছাকৃত বাবে মুখ ভরে বমি করলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়।

রোজা না রাখায় অনুমতিঃ আব্দুল্লাহ বিন কা'ব গুত্রের আনাস বিন মালিক রাঃ (রাসূল সাঃর খাদিম আনাস নয়। অন্য আনাস। তিনি মুসলিম ছিলেন। গুত্র ছিল কাফির। তাই মুসলিম বাহিনী আক্রমন করেছিল) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন: একদা রাসূল সাঃর বাহিনী আমাদের (গুত্রের) উপর আক্রমন করল। আমি রাসূল সাঃর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি নাস্তা খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন: আসো! নাস্তা খাও! বললাম: আমি রোজা রেখেছি। বললেন: আসো! তোমাকে রোজা সম্পর্কে বলি। আল্লাহ মুসাফিরের অর্দ্ধেক নামায ও রোজা, গর্ভবতি ও দুধ দানকারিণীর রোজা মাফ করে দিয়েছেন। আনাস রাঃ বলেন: আল্লাহর কসম রাসূল সাঃ উভয়ের ব্যাপারে (বা একজনের ব্যাপারে) কথাটি বলেছেন। তবে আফসোস! রাসূল সাঃর সাথে খেতে পারলাম না। (তিরমিযী: ৬৬৫, আবু-দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজা। তিরমিযী বলেছেন: হাদীছটি হাসান)

সফরে রোজাঃ জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন: মক্কাহ বিজয়ের প্রাক্কালে মক্কাহর যাত্রা পথে রাসূল সাঃ রোজা রাখেন। লোকজনও রাখে। কুরা' আল-গা'মীম নাম স্থানে পৌছে তাঁকে জানানো হল: রোজা লোকজনের উপর কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সবাই আপনার প্রতি চেয়ে আছে। আসরের পর রাসূল সাঃ এক পিয়ালা পানি নিলেন এবং সবার সামনে পান করলেন। লোকজন রোজা ভেঙ্গে ফেলল। কেহ কেহ ভাঙ্গল না। খবর পেয়ে রাসূল সাঃ বললেন: এরা অবাধ্য। অন্য বর্ননায় বলেছেন: সফরে রোজা রাখা ভাল নয়। (তিরমিযী: ৬৬০, মুসলিম)

তিরমিযী বলেছেন: সফরে রোজা রাখা সম্পর্কে আলিমগণের মাঝে মতভেদ আছে। অনেক সাহাবী ও পরবর্তি আলেমগণের মতে: না রাখা উত্তম। কেহ কেহ বলেছেন: সফরে রোজা রাখলে কাযা আদায় করতে হবে। ইমাম আহমদ ও ইসহাক সফরে রোজা না রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন।
অনেক সাহাবী ও আলেমগণের মতে: শক্তি ও সামর্থবান ব্যক্তি সফরে রোজা রাখলে ভালই করল। আর না রাখলে তাও ভাল। সুফিয়ান ছাওরী, মালিক বিন আনাস ও আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (আবু-হানীফাহ) রাহিঃর ইহাই মত। শাফিয়ী' বলেছেন: (হাদীছের বাণী) সফরে রোজা রাখা ভাল নয়। যারা রাখল তারা অবাধ্য'' কথাটি তার জন্য যে আল্লাহ প্রদত্ব রুখসাত মেনে নিতে প্রস্তুত নয় (বরং রোজা রাখাকেই উত্তম মনে করে)। আর যে ব্যক্তি সফরে রোজা না রাখাকে সমর্থন করে তবে শক্তি ও সামর্থের কারনে নিজে রেখে ফেলে, তার ব্যাপারে কথাটি প্রযোজ্য নয়।

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত। তিনি বলেছেন: হামযা বিন আ'মার আল্-আসলামী সফরে রোজা রাখতেন। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে রাসূল সাঃ বললেন: তুমি চাইলে রাখতে পার, চাইলে ভাঙ্গতে পার। (তিরমিযী: ৬৬১, বুখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ)

আবু-সাঈ'দ আল্-খুদরী রাঃ থেকে বর্নিত। তিনি বলেছেন: আমরা রাসূল সাঃর সাথে রামাদ্বানে সফর করতাম। তখন রোজা রাখার কারনে কাউকে তিরস্কার করা হত। না রাকার কারনেও কাউকে তিরস্কার করা হত না। (তিরমিযী: ৬৬২। হাদীছটি হাসান, সাহীহ)

যুদ্ধরত সৈনিকের রোজাঃ উ'মার বিন খাত্তাব রাঃ থেকে বর্নিত। তিনি বলেছেন: রাসূল সাঃর সঙ্গী হয়ে রামাদ্বানে আমরা দুটি যুদ্ধ করেছি। বদর ও মক্কাহ বিজয়। উভয়টিতেই আমরা রোজা ভঙ্গ করেছি। (তিরমিযী: ৬৬৪)
তিরমিযী বলেছেন: হাদীছটি একটি মাত্র সনদে আমরা জানতে পেরেছি। আবু-সাঈদ থেকে বর্নিত আছে: রাসূল সাঃ এক যুদ্ধে রোজা ভঙ্গ করতে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। উ'মার বিন খাত্তাব থেকেও অনরূপ বর্নিত আছে।
এছাড়া অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোজা না রাখার অনুমতি আছে। সুস্থ হবার পর কাযা করবে।

কাযা ও কাফফারাহ

মৃতের কাযা রোজা প্রসঙ্গেঃ ইবন্ আ'ব্বাস রাঃ থেকে বর্নিত। তিনি বলেন: এক মহিলা এসে বলল: আমার বোন মারা গেছে। তার উপর লাগাতার দুই মাসের রোজা বাকি আছে। (এখন কি হবে?) রাসূল সাঃ বললেন: তোমার বোনের যদি ঋন থাকত, তুমি কি পরিশোধ করতে ? মহিলা বলল: অবশ্যই। বললেন: আল্লাহর হক পরিশোধের অধিক দাবি রাখে। (তিরমিযী: ৬৬৬, বুখারী) তিরমিযী বলেছেন: হাদীছটি একটিমাত্র সনদে আমরা জানতে পেরেছি। তবে ইবন্ উ'মার থেকে মাওকুফ বর্ননাটি সাহীহ।
মৃতের পক্ষে রোজা রাখা নিয়ে মতভেদ আছে। অনেক আলিমের মতে: মৃতের পক্ষে রোজা রাখা যায়। ইমাম আহমদ ও ইসহাকের ইহাই মত। তারা বলেছেন: মৃত ব্যক্তির পক্ষে জীবিতরা মান্নতের রোজা রাখতে পারবে। তবে রামাদ্বানের রোজা রাখতে পারবে না। রামাদ্বানের রোজার বদলে মিসকীনকে খানা দিতে হবে।
আর মালিক, শাফিয়ী', সুফিয়ান ছাওরী (আবু-হানীফাহ) রাহিঃদের মতে একজনের রোজা অন্যজন রাখলে হবে না। বরং মৃতের প্রতিটি রোজার বদলে একজন মিসকীনকে দুই বেলা আহার করাতে হবে। ইহাই কাফফারাহ।

কাযা রোজায় বিলম্ব করাঃ আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত। তিনি বলেছেন রাসূল সাঃর জীবদ্দশায় রামাদ্বানের কাযা রোজা আমি শা'বানে পর্যন্ত রাখতাম। (তিরমিযী: ৭৩১, বুখারী)

ঋতুবতি রোজার কাযা করবেঃ আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত। তিনি বলেছেন: রাসূল সাঃ সময়ে ঋতুবতিদের শুধু রোজার কাযা আদায়ের জন্য বলা হত। নামাযের নয়। (তিরমিযী: ৭৩৫, বুখারী, মুসলিম)

রোজার কাফফারাহঃ ইবন্ উ'মার রাঃ রাসূল সাঃ থেকে বর্ননা করেন। তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি এক মাসের রোজার দায়ভার নিয়ে মারা গেল। তার পক্ষে প্রতিটি রোজার জন্য একজন মিসকীনকে খাবার দিতে হবে। (তিরমিযী: ৬৬৭, ইবন্ মাজা)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। এক ব্যক্তি এসে বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। বললেন: কি হয়েছে ? বলল: রোজা অবস্থায় সহবাস করে ফেলেছি। বললেন: একটি গোলাম আজাদ করতে পারবে ? বলল: না..। বললেন: লাগাতার দুই মাস রোজা রাখতে পারবে? বলল: না..। বললেন: ষাটজন মিসকীনকে খানা দিতে পারবে? বলল: না..। বললেন: তবে বস! লোকটি বসে রইল। এমন সময় এক ঝুড়ি খেজুর হাদিয়া এল। বললেন: এগুলু নিয়ে গরীবদের মাঝে সাদকাহ করে দাও। লোকটি বলল: পূরা মদীনাহতে আমার চেয়ে গরীব আর নাই। রাসূল সাঃ হেসে ফেললেন। তারপর বললেন: নাও! তোমার পরিবারকে আহার করাও। (তিরমিযী: ৬৭২, বুখারী, মুসলিম)

রোজা অবস্থায় যেসব কাজ করা উচিত নয়ঃ

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: যে ব্যক্তি (রোজা রেখে) পাপের কথা ও কাজ পরিহার করল না তার তৃষ্ণার্থ ও ক্ষুধার্থ থাকায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নাই। (তিরমিযী: ৬৫৭, বুখারী, আবু-দাউদ)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: অনিচ্ছাকৃত বমির জন্য রোজার কাযা করতে হয় না। যে ইচ্ছাকৃত বমির করল সে যেন কাযা করে। (তিরমিযী: ৬৬৯,বুখারী, মুসলিম)

লাক্বীত্ব বিন স্বাব্‌রাহ রাঃ তাঁর পিতা থেকে বর্ননা করেন। তিনি বলেছেন: আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওযু সম্পর্কে কিছু বলুন। বললেন: উত্তমরূপে ওযু কর। আঙ্গুল সমূহ খিলাল কর। আর ভাল ভাবে নাক সাফ কর। তবে রোজা অবস্থায় নয়। (তিরমিযী: ৭৩৬, আবু-দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজা)

যেসব কাজে রোজা ভঙ্গ হয় নাঃ

ভুলে যাওয়াঃ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: কেহ (রোজা) ভুলে পানাহার করলে রোজা ভঙ্গ হয় না। কারন ইহা আল্লাহর রিজক্। (তিরমিযী: ৬৭০, বুখারী, মুসলিম)

দাঁত মাজাঃ আ'মির বিন রাবীয়া'হ রাহিঃ তাঁর বাপ থেকে বর্ননা করেন। তিনি বলেছেন: আমি রাসূল সাঃকে রোজা অবস্থায় অসংখ্যবার মিছ্ওয়াক করতে দেখেছি। (তিরমিযী: ৬৭৩। হাদীছটি হাসান)

সুরমা (ক্রীম, লশন, মেইক আপ ইত্যাদি) **ব্যবহার করাঃ** আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্নিত। তিনি বলেছেন: এক ব্যক্তি এসে বলল: আমার চুখে অসুখ। আমি কি রোজা অবস্থায় সুরমা লাগাতে পারব? রাসূল সাঃ বললেন: হাঁ..। (তিরমিযী: ৬৭৪। তিরমিযী বলেছেন: হাদীছটির সনদ তেমন শক্তি শালী নয়।)
রোজা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার নিয়ে মতভেদ আছে। সুফিয়ান ছাওরী, ইবন্ মুবারাক, আহমদ ও ইসহাকের মতে রোজা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করা মাকরুহ। শাফিয়ী' (ও আবু-হানীফাহ)র মতে মাকরুহ নয়।

চুমু দেয়াঃ আ'ইশাাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দিতেন। (তিরমিযী: ৬৭৫, বুখারী, মুসলিম) তিরমিযী বলেছেন: রোজা অভস্থায় চুমু দেয়া সম্পর্কে সাহাবী ও পরবর্তি আলিমগণের মাঝে মতভেদ আছে। অনেকে বৃদ্ধদের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু যুবকদের অনুমতি দেননি। তাদের মতে আলিঙ্গন আরো মারাত্মক। অনেক আলিম বলেছেন: নিজেকে নিয়ন্ত্রনে সক্ষম হলে চুম্বন করতে পারবে। আর নিয়ন্ত্রনের ব্যাপারে আস্থা না থাকলে চুম্বন করবে না। সুনফিয়ান ছাওরী, শাফিয়ী' (ও আবু-হানীফাহ)র ইহাই মত।

আলিঙ্গন করাঃ আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ রোজা অবস্থায় আমার সাথে জড়াজড়ি করেছেন। তিনি নিজের উপর অনেক বেশী নিয়ন্ত্রনকারী ছিলেন। (তিরমিযী: ৬৭৬, বুখারী, মুসলিম)

হিজামাহঃ ইবন্ আ'ব্বাস রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ ইহরাম ও রোজা অবস্থায় হিজামাহ করেছেন (সিঙ্গা লাগিয়েছেন)। (তিরমিযী: ৬২৩, বুখারী, মুসলিম)

জুনুবী হওয়াঃ আ'ইশাহ ও উম্মু-সালামাহ রাঃ থেকে বর্নিত। স্ত্রী সহবাসে জুনুবী অবস্থায় কোনদিন ফজর হয়ে যেত। রাসূল সাঃ গোসল করে রোজা রাখতেন। (তিরমিযী: ৭২৭, বুখারী, মুসলিম)

রোজা না রাখার পরিনতিঃ আবু-হুরাইরাহ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: উজর বা রোগ ব্যতীত রামাদ্বানের

কোন রোজা ছেড়ে দিলে সারা জীবন রোজা রেখেও ক্ষতিপুরন হবে না। (তিরমিযী: ৬৭১, আবু-দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজা। তিরমিযী বলেছেন: হাদীছটির একটি সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদ আমাদের জানা নেই।)
ই'তিকাফঃ আবু-হুরাইরাহ, উ'র্ওয়াহ ও আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসূল সাঃ রামাদ্বানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন। (তিরমিযী: ৭৩৮, বুখারী, মুসলিম)

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ ই'তিকাফ রত অবস্থায় মাথা এগিয়ে দিতেন। আমি চুল আঁচড়িয়ে দিতাম। তিনি মানবিক প্রয়োজ ছাড়া ঘরে আসতেন না। (তিরমিযী: ৭৫২, বুখারী, মুসলিম)

শেষ দশক ও লাইলাতু-ল্-ক্বাদ্রঃ
রামাদ্বান মাস, যাতে মানব জাতির হেদায়াত, সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্নয়কারী আল্-কুর্আন নাযিল হয়েছে। যে ব্যক্তি মাসটি পায় সে রোজা রাখবে। কেহ বিমার বা সফরে থাকলে অন্যদিন পূর্ন করবে। আল্লাহ সহজ করতে চান, কঠিন নয়। যাতে গণনা পূর্ন কর, আল্লাহর বড়ত্ব বর্ননা কর। তিনি তোমাদের হেদায়াত করেছেন। তাঁর শুকর আদায় কর। (বাকারাহ: ১৮৫)

হা-মীম। কসম কিতাবের। যা নাযিল করেছি এক মহান রাতে। আমরা সাবধান করে দিচ্ছি। যে রাতে আলাদা করা হয় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। (৪৪ দুখান: ১-৪)

আমরা ইহা নাযিল করেছি কদরের রাতে। তুমি কি জান কদরের রাত কি ? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এরাতে আল্লাহর হুকুমে ফিরিস্তাগণ ও রূহ অবতীর্ন হয় প্রতিটি শান্তিময় কাজের জন্য। যা ফজর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (৯৭ সূরাহ আল-কাদার)

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ রামাদ্বানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন এবং বলতেন: রামাদ্বানের শেষ দশকে কদরের রাত অনুসন্ধান কর। (তিরমিযী: ৭৪০, বুখারী, মুসলিম)

আলি রাঃ থেকে বর্নিত। রামাদ্বানের শেষ দশকে রাসূল সাঃ পরিবারের লোকজনকে জাগিয়ে তুলতেন। (তিরমিযী: ৭৪৩। হাদীছটি হাসান ও সাহীহ)

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রামাদ্বানের শেষ দশকে রাসূল সাঃ এমন মেহনত করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না। (তিরমিযী: ৭৪৪, মুসলিম)

শাওয়ালের ছয় রোজাঃ আবু-আয়্যুব রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: যে রামাদ্বানের রোজা রাখল। তারপর শাওয়্যালে আরো ছয়টি রাখল সে পুরা বছর রোজা রাখল। (তিরমিযী: ৭০৭। হাদীছটি হাসান, সাহীহ)

রোজার জন্য অনুমতিঃ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: স্বামীর উপস্থিতিতে রামাদ্বান ব্যতীত অন্য রোজা রাখতে হলে স্ত্রীকে অনুমতি নিতে হবে। (তিরমিযী: ৭৩০, বুখারী, মুসলিম)

লেখকঃ মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ। visit www.muftisaeed.org.uk